তাদের
জমিতে
ভালাবে
। এস
তার
করছে মেদ
জ্ঞাপন
ম স্বদে
চলেছে
ম নেই
জমি
সন্ত্রাস
(অব/
করেছেন.

# সএসসি ফরম পূরণের না
# গলাকাটা ফি আদায় হচ্ছে

রম পূরণে সারাদেশে অভিভাবকদের গলা
য়েছে। ফি'র নামে আদায় করা হচ্ছে বিপুল
গ। রাজধানীর নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
করে মফস্বলের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলো পর্যন্ত
এই 'ফরম পূরণ বাণিজ্যে'। দেশের বিভিন্ন
অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন
নির্ধারিত অংকের বাইরে আরও বেশি অর্থ
এর বাইরে কোচিং ফি, সেশন চার্জ, উন্নয়ন
। সংশ্লিষ্টরা জানান

ফি'। এই খাতে সর্বনিম্ন ২ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। অনেক স্থানে অর্থের সংস্থান করতে পুঁজি ভাঙা ছাড়াও গহনা-হালের বলদ বিক্রি এমনকি জমি বন্ধক রাখার মতো ঘটনাও ঘটছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে অভিভাবকদের বিক্ষোভ মিছিল করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বসুন্ধরা শাখায় অভিভাবকরা মিছিল করেছেন ফি কমানোর দাবিতে। অভিভাবকরা জানান, এর বাইরে

অর্থ ব্যয় করতে হবে। ঢাকা বোর্ডের চেয়
অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম জানান, এ ধরনের
অভিযোগ তারা পাননি। তবে অভিযোগ পেলে
তদন্তে প্রমাণিত হলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও (
সরকারি অংশ) এবং স্বীকৃতি স্থগিত করা হবে। ফে
মাসে অনুষ্ঠিত হবে ২০০৯ সালের এসএসসি প
নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে ডিসেম্বর মাসে কো
হবে না। এমনকি কোচিংও না হওয়ার সমূহ স
রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুন পর্যন্ত বেতন আদা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিপুল অংকের টাকা।

ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুধবার
সরেজমিন পরিদর্শন করে অতিরিক্ত ও গলা
কাটা ফি আদায়ের অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে।
ঢাকার বাইরে থেকেও পাওয়া গেছে একই
ধরনের অভিযোগ। এবার বিজ্ঞান বিভাগের জন্য
ঢাকা বোর্ডের নির্ধারিত ফি হচ্ছে ১১০৫ টাকা।
মানবিক এবং বিজনেস স্টাডিজ বিভাগে ১০৩০
টাকা। অথচ মতিঝিল মডেল স্কুলে ফি নেয়া
হচ্ছে সাড়ে ৪ হাজার টাকা। এর বাইরে আরও
২ হাজার টাকা করে নেয়া হচ্ছে কোচিং চার্জ।
সব মিলিয়ে সাড়ে ৬ হাজার টাকা করে নেয়া
হচ্ছে। এ ব্যাপারে বুধবার দুপুরে স্কুলে
যোগাযোগ করতে গেলে অধ্যক্ষকে পাওয়া
যায়নি। তবে নাম প্রকাশ না করে একজন
শিক্ষক বলেছেন, তারা সাড়ে ৬ হাজার টাকা
নেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলে এবার আদায় করা হচ্ছে
১২ হাজার টাকা। অভিভাবকরা এর প্রতিবাদে
বৃহস্পতিবার বসুন্ধরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল
এবং সমাবেশ পর্যন্ত করেছেন। বিষয়টি অবশ্য
অস্বীকার করেছেন প্রতিষ্ঠান প্রধান রোকেয়া
আক্তার বেগম। তিনি বলেন, ১২ হাজার নয়,
সাড়ে ৩ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে। বোর্ডে ১১শ'
টাকা নেয়ার নিয়মের ব্যাপারে তিনি বলেন, সব
ব্যাপারে বোর্ডের কথামতো চলা যায় না। আর
বসুন্ধরায় অভিভাবকদের বিক্ষোভের কোন ঘটনা
ঘটেনি বলে তিনি দাবি করেন।

মীরপুরের মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এবার বিজ্ঞানে
নেয়া হচ্ছে ৫ হাজার ৮৩০ টাকা। আবদুল হাই
মিলন নামে এক অভিভাবক ফ্যাক্সে যুগান্তরকে
জানান, দুটি রসিদে টাকা নেয়া হচ্ছে। তবে
রসিদে খাত লেখা হয় না। এ ব্যাপারে বুধবার
বিকালে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের
অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে
অবস্থিত উদয়ন বিদ্যালয়ে ৬ সহস্রাধিক,
আজিমপুর গার্লস স্কুলে সাড়ে ৫ হাজার,
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে ৮ হাজারসহ
ঢাকার বেশিরভাগ স্কুলে গড়ে ৫ হাজার টাকা
করে আদায় হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
উদয়ন স্কুলের অধ্যক্ষ খালেদা হাবিব এ ব্যাপারে
বুধবার বিকালে জানান, তার প্রতিষ্ঠানে বোর্ড
ফি, সেশন ফি, কোচিং এবং ৩ মাসের বেতনসহ
উল্লিখিত টাকা নেয়া হচ্ছে। আর আজিমপুর
গার্লস স্কুলের অধ্যক্ষ হোসনে আরা বেগম
জানান, কোচিং ফি, মডেল টেস্ট ও ফি,
রেজিস্ট্রেশন, সেশন ফি এবং বেতনসহ বিজ্ঞানে ৫
হাজার ৪শ' এবং মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজে
৫ হাজার ৩৩০ টাকা নেয়া হচ্ছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে এ
ফরম পূরণ শুরু হয়নি বলে জানান ভা
অধ্যক্ষ রাশিদা বেগম। তিনি ব
বৃহস্পতিবার নোটিশ দেয়া হবে। তবে মঙ্গ
রাতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অ
প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের (জিবি)
এবার স্কুলের ইংরেজি-বাংলা উভয় মা
আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। অ
জানান, জিবি'র সিদ্ধান্তের বাইরে কোন
নেয়া হবে না।

ঢাকার বাইরে বিশেষ করে অজপাড়া গাঁ (
শুরু করে মফস্বল শহরেও ফরম পূর
মৌসুমকে অভিভাবকের পকেট কাটার মৌ
হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। ময়মনসিং
গৌরীপুরে পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ে ২
টাকা নেয়া হচ্ছে। একই উপজেলার অন
স্কুলেও প্রায় একই অংকের অর্থ নেয়া হ
পাইলট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এনামুল
সরকার উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ গ্রহণের ক
স্বীকার করেছেন। পটুয়াখালীর বাউ
উপজেলার বাউফল বালিকা উচ্চমাধ্য
বিদ্যালয়ে ২৩শ' টাকা করে নেয়া হচ্ছে।
তাই নয়, ওই স্কুলে ভোকেশনালে ছাত্রীদে
শাখা (ফুড বা ড্রেস) নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট দ্ব
প্রাইভেট না পড়াসহ অন্যান্য কারণে ছাত্রীদে
ফেল করিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটছে।
ব্যাপারে স্কুলের ফুড শাখার শিক্ষিকা খাদি
বেগমকে ছাত্রীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হিসে
চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় সাংবাদিকরা এ ব্যাপা
প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেনের দৃ
আকর্ষণ করলে তিনি বিষয়টি সুরাহার আশ্বা
দেন।

এদিকে এসএসসি টেস্ট পরীক্ষায় ফেল ক
শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আবার সংশ্লিষ্ট স্কুলে
শিক্ষকদেরই তদবির করে ফরম পূরণে
ব্যাপারে চাপ বাড়ছে বলে অভিযোগ পাও
গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, শিক্ষকরা প্রাইভে
পড়ানোর কারণে শিক্ষার্থী ও তাদে
অভিভাবকদের কাছে অনেকটা দায়বদ্ধ। ে
কারণে নিজেরাই এ নিয়ে স্কুলের প্রধানস
পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে দেনদরবার করছেন
বুধবার রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে
শিক্ষকদের একটি অংশকে ফেল কর
শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেনদরবার করতে দেখ
গেছে।